দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান: পাথরপ্রাতিমায় নতুন কৃষি ব্যবস্থা

Synopsis submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Degree of Doctorate of Philosophy in Arts at Jadavpur University, Kolkata

By

Pintu Das

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC)

Jadavpur University

Kolkata – 700032

2025

দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান: পাথরপ্রতিমায় নতুন কৃষি ব্যবস্থা

পিন্টু দাস

Centre for Studies In Social Science, Calcutta

সূচনা

কৃষি প্রধান সমাজে ভূমি ব্যবস্থা বা কাঠামোর উপর হয়ত অনেকটাই নির্ভর করে গ্রাম জীবনের জীবিকা ও তার শ্রেণী বিন্যাস। রাষ্ট্র ও ব্যক্তি অথবা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক এই সম্বন্ধ লোকায়ত নিয়ম নীতির দ্বারা পরিচালিত হত। ২০০৯ সালে ২৫ মে সমগ্র সুন্দরবনে 'আইলা' নামে ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে স্থানীয় মানুষের গতানুগতিক জীবন-যাত্রায় ছেদ পড়ে। দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সরকারি (কৃষিজ) নতুন প্রকল্প ও তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন, নিয়ম নীতির ফলে রাষ্ট্রের সাথে স্থানীয় মানুষের তৈরি হয় এক নতুন ও ভিন্ন পরিসর। এর ফলে স্থানীয় অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনা করার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে হলেও নতুন ভাবে গড়ে ওঠে। নতুন ও ভিন্ন এই পরিসর তৈরির ক্ষেত্রটি ছিল এই রূপ স্থানীয় প্রথাগত কৃষির ক্রম পরিবর্তন। অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় 'নতুন ও আধুনিক' পদ্ধতির প্রচলন ঘটতে থাকল। একই সময়ে স্থানীয় অঞ্চলে দুর্যোগের কারণে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সরকার পক্ষ থেকে ভূমি বিষয়ক কিছু 'নতুন নীতি' নির্ধারণ

করার ফলে ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।[১] ভূমির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, কৃষক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এইরূপ নানান বিষয়গুলো ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। যা আমি আমার সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। রাষ্ট্রীয় আইন কানুন সঞ্জাত পরিবর্তিত এই প্রভাব স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার ওপরে সবথেকে বেশি পড়ে। স্থানীয় কৃষির উৎপাদিত শস্য অধিক মাত্রায় 'পণ্যে' রূপান্তরিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই সময় থেকে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা কেবলমাত্র পরিবারের প্রয়োজনে নয়, বাজারেও ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করল। দুর্যোগ প্রাকৃতিক বা মানবিক এই আলোচনা ও সমালোচনা রয়েছে; কিন্তু আমার এই সন্দর্ভে তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবর্তিত অর্থ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকে কি ভাবে বুঝব আমরা? তাই স্থানীয় অঞ্চলে অর্থ-রাজনীতিতে দুর্যোগের 'প্রভাব ও প্রকৃতি' বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের 'পরিবর্তিত কাঠামোগত পরিবর্তন' গুলোকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে বোঝা ও আলোচনা করা হল আমার সন্দর্ভের মৌলিক বিষয়বস্তু।

কৃষিই যেহেতু গ্রাম জীবনে বেঁচে থাকার ভিত্তি, তাই দুর্যোগ পরবর্তী 'পরিবর্তনের' গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আলোচ্য ব্লকটির কৃষির ইতিহাস ও বর্তমান 'ব্যবস্থার' ওপর দুর্যোগ এর কীরূপ প্রভাব পড়েছে তার প্রকৃতি আলোচনা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

আইলার পর থেকে সুন্দরবনে সরকারি প্রচেষ্টায় নদীবাঁধ কিছুটা শক্তপোক্ত হলেও তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে অনেক বেশি।[২] গত কয়েকবছর (২০০৯ - সালের

---

[১] এই তথ্যটি দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহাকুমা অফিস Land & Land Reforms দপ্তর থেকে ২০১৮ সালে মে মাসে সংগ্রহ করা হয়েছে। No. 5504-LA 11-147/11(Pt.) Land & Land Reforms Department; Land Acquisition Branch; Writers' Buildings, Block-1V, First Floor, Kolkata- 700001।

[২] এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে U.N.O, Environment Programe, এর 'Convention on the Conservation of Migration Species of Wild Animals' The Sundarbans And Climate Change; নামক রিপোর্ট থেকে। https://www.cms.int/sites/default/files/publication/fact_sheet_sundarbans_climate_change.pdf. এবং অন্যান্য আরও এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি 'Mangroves and biodiversity are being depleted' প্রবন্ধ থেকে। .

আইলা, ফনি ও বুলবুল - ২০১৯, আমফান - ২০২০, ইয়াস - ২০২১) ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষের জমি ও ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে কৃষি তো দূর-অস্ত এই সুন্দরবন নিম্নভূমিতে কতদিন আর বসতি থাকবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানান প্রশ্ন। সুন্দরবনবাসীর কাছে, কৃষিক্ষেত্রে যে বছর দুর্যোগ হবে না সেবছরে সেটাই তাদের লাভ। স্থানীয় কৃষকদের কথায় বিক্রি যোগ্য ফসল রাখার জন্য প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে কোল্ড স্টোরেজ, উদ্বৃত্ত ফসলের সঠিক দামে বিক্রির সুযোগ বাড়ানো, ফসল বিক্রির জন্য নিকটবর্তী বা শহরের বাজারের সাথে নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে সরকারি তরফে ক্ষতিপূরণের পূর্বশর্ত থাকলে তবেই সুন্দরবনের কৃষির উন্নতি হতে পারে।[৩] সেখানে বাজার থেকে বীজ কেনার নিয়ম, সার ঔষধের ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই রূপ নানান প্রশ্নের উত্তর স্থানীয় কৃষকের কাছে অজানা। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ কৃষক উক্ত প্রশ্নগুলোর সাথে পরিচিত নয়। (অন্তত ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে বলতে হয়)। তবুও বছরের পর বছর দুর্যোগের সাথে লড়াই করে ক্রমশ উচ্চ ফলনশীল বীজ, প্রযুক্তি, কীটনাশক, আধুনিক কৃষিব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যবহার দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনও বাড়ছে। অপরদিকে ক্রমশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই অঞ্চলে কৃষকের মনে এক 'ভীতি বা আশঙ্কা' তৈরি করেছে। আমার এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখাতে চেয়েছি যে ক্রমাগত দুর্যোগ ও কৃষকের আশঙ্কার সাথে তালমিলিয়ে বিভিন্ন বীজ, সার, কীটনাশক প্রস্তুতকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চল সহ সমগ্র সুন্দরবন এই ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন 'বাজারে' পরিণত হয়েছে। খোলা বাজার থেকে কৃষক বীজ কেনার সময়ে নোটিফায়েড বীজ কিনা, বীজ খারাপ হলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে কিনা তা কিছুই জানেনা কৃষক। ব্লকের এক কৃষি আধিকারিকের কথায় 'প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বীজ, সার, ওষুধ ও প্রযুক্তি সরবরাহের লাইসেন্সের জন্য স্থানীয় মানুষের মধ্যে (বিশেষত কম বয়সীদের মধ্যে) ঝোঁক বেড়েছে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত এই প্রকার লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান ছিল ১৫৬টি আর বর্তমানে

[৩] এই বিষয়ে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বাংলার ফসল বিমা' যোজনার মাধ্যমে পাথরপতিমা ব্লকের প্রায় ৬৫ হাজার কৃষক পরিবার ২০২৩ সাল পর্যন্ত শস্যের ক্ষতির জন্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহ করেছি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্লকের কৃষি দপ্তর থেকে।

তা দাঁড়িয়েছে ২০৫টিতে।[৪] লাইসেন্স ছাড়াও প্রত্যেক বাজারে খুচরো ব্যবসায়ীদের আনাগোনা চোখে পড়ার মতো। এই ধরনের ব্যবসায়ীদের বেশি লাভের আশায় ক্রমশ কৃষকও উচ্চফলনশীল নতুন বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। সার ও কীটনাশক ব্যবহার বাড়ছে যথেচ্ছ ভাবে। যার সাথে কৃষকের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাই কৃষক চাষ করে কোম্পানির এজেন্টদের পরামর্শে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কোম্পানির এজেন্টদের দায় কি কৃষককে পরামর্শ দেওয়ার? কারণ কৃষকের উন্নতি নয় বরং কোম্পানির ব্যবসার টার্গেট পূরণ করাই হল এই ধরনের এজেন্টদের প্রধান কাজ।

কৃষিতে যদি কোন লাভ না থাকে তাহলে স্থানীয় এজেন্টদের এত লাভ কিভাবে আসে? আদানির মতো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোইবা কেন কৃষি পণ্যের ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছে? 'Syngenta' এর মতো পৃথিবী বিখ্যাত বীজ ও কীটনাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো ভারতীয় কৃষি পণ্যের ব্যবসায় হাত পাকাচ্ছে কেন?[৫] কৃষকের লাভের গুড় খায় এই ধরনের বহুজাতিক কোম্পানি ও তাদের দালালরা।

গবেষণার গুরুত্ব:

কোনো গবেষণার গুরুত্ব বলতে হলে সেই গবেষণার তাৎপর্যকে বোঝায়। ২০০৯ সালে সুন্দরবনে আইলার ঝড়ের ফলে সমগ্র অঞ্চলটি দুর্যোগ দ্বারা কবলিত হয়। Irrigation & Waterways department, Government of West Bengal এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আইলা ঝড়ের ফলে মোট ১১টি জেলায় ১৯০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। সুন্দরবনের ৩১২২ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে আংশিক ও সম্পূর্ণ মিলে মোট ৭৭৮ কিলোমিটার

---

[৪] ক্ষেত্র সমীক্ষার সময়ে ব্লকের কৃষি দপ্তর থেকে সংরহিত তথ্য। এই তথ্য সংগ্রহ করেছি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ব্লকের কৃষি দপ্তর থেকে।
https://en.wikipedia.org/wiki/Patharpratima_(community_development_block)।

[৫] Syngenta ২০২৪ সালে ভারতে ‘কৃষি-রাসায়নিক পন্য’ বিক্রি করে ৪০৬.১ মোট কোটি আয় করেছে। https://www.tofler.in/syngenta-india-private limited/company/U24210PN2000PTC135336?utm_source=chatgpt.com; এবং https://www.syngenta.co.in/।

বাঁধের ক্ষতি হয়।[৬] অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ নদী বাঁধ ভেঙ্গে যায়। যার ফলে হাজার হাজার বসত বাড়ি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ৭৭,৪৮৬ সম্পূর্ণ ও ২৪৫,৯৬৮ একর আংশিক ভাবে কৃষি জমি লবণ জলের দ্বারা প্লাবিত হয় (Banu, 2019)। যার ফলে জীবিকার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের একাংশ মানুষ নিজের বসত ভিটে ছেড়ে পরিযায়ী জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।[৭] দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ দপ্তর দুর্যোগ পরবর্তী বাঁধ মেরামতের জন্য রাজ্য সরকারের অধীন সেচ দপ্তরের মাধ্যমে 'Task force' গঠন করে ৬০১ কিলোমিটার নদীবাঁধ মেরামতের জন্য 'আইলা প্রকল্প' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার জন্য ৫০৩২.০০ কোটি টাকা ধার্য কর হয়। রাজ্যসরকারের তরফ থেকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন মিলে ১৬টি (বিভিন্ন ত্রাণ সহ) প্রকল্প ও ৫২টি বেসরকারি সংস্থা (NGO) মিলে কোন অঞ্চলে যৌথ ভাবে বা কোন কোন অঞ্চলে একক ভাবে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা পরিচালিত করে (প্রথম দিকে)। আইলার পর ১৫ বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত কয়েকটি প্রকল্প বর্তমান সময়েও পরিচালিত হচ্ছে।

---

[৬]এই তথ্যটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করেছি https://wbiwd.gov.in/index.php/applications/aila।

[৭] Down To Earth নামক অনলাইন পত্রিকার ১৫ জুলাই ২০০৯ সালে 'Aila prompts exodus' প্রবন্ধ্যে J. Basu লেখাটি আলোকপাত করে। আইলা হওয়ার দু মাসে মধ্যে, সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে অভিবাসনের নানান চিত্র তুলে ধরেন।
https://www.downtoearth.org.in/environment/aila-prompts-exodus-3572 ।
দুর্যোগের ফলে সুন্দরবন থেকে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ অভিবাসন হয়েছে তারাকি পরের দিকে ঘরে ফিরে এসেছে? এই তথ্য জানার জন্য Down To Earth এর ২০২১ সালের জুনের 8 তারিকের পত্রিকার 'Two cyclones and a gas leak: Journey of migrants between urban precariousness and ravaged villages' নামক প্রবন্ধে শ্রেয়া ঘোষ আইলা থেকে আম্ফান পর্যন্ত দুর্যোগের ফলে অভিবাসনের এক করুণ চিত্র অংকন করেন। এবং এই বিষয়ে আরও জানার জন্য 'Question of cities, Forum For nature, people, and Sustainability নামক অনলাইন ছোট পত্রিকায় 'Climate migrants: From cyclone-hit Sundarbans to Kolkata's miserable shanties প্রবন্ধে সুন্দরবনের দুর্যোগের ফলে অভিবাসনের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোক পাত করেছেন। যেটি ২০০২ সালের ১৫ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে।
https://questionofcities.org/climate-migrants-from-cyclone-hit-sundarbans-to-kolkatas-miserable-shanties/#respond।

লোকমুখে প্রাচীন কাল থেকে দুর্যোগকে স্থানীয় অঞ্চলের কোন দৈবিক বা ঐশ্বরিক অভিশাপ বলে মনে করা হত। কিন্তু আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক কারণ ও যুক্তির ফলে বোঝা গেল যে দুর্যোগ কোন দৈব বা ঈশ্বরের অভিশাপ নয় বরং তা পরিবেশের ভারসাম্যের অভাবের কারণে ঘটে; ক্রমশ তা (দুর্যোগের ঘটনা) বেড়ে চলেছে। এই দুর্যোগ স্থানীয় অঞ্চলে সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় এক ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। দুর্যোগের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় যখন সরকার (দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে) বিষম ভাবে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়িত করে। আমরা এই বিষয়ে কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও বইয়ের উল্লেখ করে আমার গবেষণার বিষয়ে তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

যে কোনো দুর্যোগের ফলাফল সেই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র পুনর্গঠন করে আলাদা আলাদা ভাবে। আমরা উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বইয়ে যেতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখি আমার গবেষণার মূল বিষয় অনেকটা সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আর এখানেই আমার গবেষণার তাৎপর্য বলে মনে করি। আইলা উত্তর সুন্দরবনের সর্বস্বান্ত মানুষ, গভীরভাবে দুর্দশার সম্মুখীন হয়। (নতুন ভাবে) পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্র হাজির হয় নতুন নতুন রূপ নিয়ে। নতুন এই রূপগুলোর সাথে একদিকে স্থানীয় অঞ্চলের প্রচলিত সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন রীতি, প্রথা, জ্ঞান ও অন্যদিকে স্থানীয় জ্ঞানের সাথে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় নতুন নতুন অবকাঠামোর। সুন্দরবনের মানুষ হওয়ায় পরিবর্তিত নতুন এই রূপ খুব কাছ থেকে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি। যেহেতু প্রায় ৮০ শতাংশ স্থানীয় মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। নদীর লোনা জলে সেই কৃষি জমি সম্পূর্ণ প্লাবিত হলে জীবিকা বলতে কিছুই আর অবশেষে থাকে না। যদিও Sirpa Tenhunen ও অন্যান্য সহযোগী গবেষকরা দেখিয়েছেন দুর্যোগের পরে সুন্দরবনের কুন্তলি ব্লকে স্থানীয় নদীর চরে (এক প্রকার দখল করে) কিছু স্থানীয় মানুষ নতুন করে 'ভেড়ির' মাধ্যমে মাছ চাষ করে জীবিকা উপার্জন করছে। এই ক্ষেত্রে বলা যায় ভেড়িতে মাছ চাষ করে নতুন করে জীবিকা অর্জন করা খুবই অল্প পরিসরেই সম্ভব । কারণ সুন্দরবন অঞ্চলে নতুন করে যে ভেড়ি গুলো তৈরি করা হচ্ছে বস্তুত পক্ষে বলা যায় তা বেআইনি। কারণ নদীর চর দখল করে, গাছ কেটে ভেড়ি তৈরি করা হলেও তার দখল থাকে বেশিরভাগ স্থানীয় শাসক দলের নেতার অধীন।

আর সুন্দরবনের চর ঘিরে ভেড়ির তৈরি করার যে বিষয়, তা একটি প্রচলিত বিষয়। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় কৃষ্ণদাসপুর মৌজার ২ নম্বর বুথে আইলার সময়ে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে প্রায় ৮০০ বিঘার ফিসারি (ভেড়ি) বর্তমানে নদীর চরে পরিণত হলেও আজও পর্যন্ত সেই বাঁধ মেরামত করা হয়নি। এর ফলে অন্তত ১৪০ জন ফিসারি জমির মালিক তাঁদের বাৎসরিক নির্দিষ্ট আয় থেকে বিচ্যুত হন । এই বিষয়ে আমি গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে কৃষি উৎপাদন শুরু হলেও যা সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে। তাই নতুন এই রূপগুলোর পরিবর্তিত কাঠামোকে বোঝার জন্য স্থানীয় অঞ্চলের দুর্যোগ পরবর্তী কৃষি ব্যবস্থাকেই আমার গবেষণার মূল উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছি। যা আমার গবেষণার বিভিন্ন অধ্যায়ে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

প্রেক্ষাপট:

বর্তমান সন্দর্ভের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করব 'দুর্যোগ' কিভাবে 'পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানের' ক্ষেত্র তৈরি করে। অর্থাৎ ভিন্নভাবে বললে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ, পুঁজিবাদী উত্থানের ক্ষেত্রে দুর্যোগের ভূমিকা কি? আর এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হল সন্দর্ভের মৌলিক বিষয়। তাই এখানে আমরা দুর্যোগের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বটিকে সীমিতাকারে আলোচনা করব।

দুর্যোগের ধারণা:

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুর্যোগ কেবল প্রাকৃতিক একটি ঘটনা নয়। রাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনীতি, আইন প্রণয়ন, (অভ্যন্তরীণ) দলীয় রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুর্যোগ আজ এমনই একটি হাতিয়ার, যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রভাব বিস্তার, আর্থিক বৈষম্য, বিশ্বায়ন, বিশ্বউষ্ণায়ন এই প্রশ্নগুলোর নিবিড় ভাবে যোগ রয়েছে। এবং সর্বোপরি দুর্যোগকে ব্যবহার করে উন্নত বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা কিছু পণ্ডিতের বক্তব্যগুলোকে বোঝার চেষ্টা করব।

দুর্যোগের একটি সার্বিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে আন্তর্জাতিক জাতি সংঘের মাধ্যমে, United Nation for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ২০১৭ এর মতে দুর্যোগের সংজ্ঞা এইরূপ , ‘The effect of the disaster can be immediate and localized, but is often widespread and could last for a long period of time. The effect may test or exceed the capacity of a community or society to cope using its own resources, and therefore may require assistance from external sources, which could include neighbouring jurisdictions, or those at the national or international levels’. GAR 2025 (Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) এই তথ্যটি দুর্যোগের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির দিকটি তুলে ধরেছে, তথ্যটিতে বলা হয়েছে, “Disasters are already exerting a substantial macroeconomic toll, from weather-related events such as floods, storms, drought and extreme heat to major hazards like earthquakes — and this toll is expected to rise with the growing frequency and severity of these events as the climate changes. Without urgent action to close the gap between risk and investment, the financial and economic consequences will become increasingly difficult to manage. When disasters occur repeatedly, economic growth often slows and debt increases. Developing countries, particularly small island developing states (SIDS) and least developed countries (LDCS), face the dual challenge of higher exposure to hazard risk and limited access to resources for risk reduction. In such situations, it becomes increasingly expensive to insure or otherwise transfer risk, and more money is spent on humanitarian responses as disasters are not prevented. But this is not inevitable’.

বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে ক্রমশ গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রারিক্ত বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীর কোথাও অতি বৃষ্টি-ঝড়-বন্যা বা তার সাথে খরাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে প্রকৃতিতে বাস্তুতন্ত্র গুলো ধ্বংস হচ্ছে। IPCC এর Climate

Change 2023 Synthesis Report, Section 2, এর তথ্যানুযায়ী, 'Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850–1900 in 2011–2020. Global greenhouse gas emissions have continued to increase over 2010–2019, with unequal historical and ongoing contributions arising from unsustainable energy use, land use and land-use change, lifestyles and patterns of consumption and production across regions, between and within countries, and between individuals. Human-caused climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. This has led to widespread adverse impacts on food and water security, human health and on economies and society and related losses and damages63 to nature and people. Vulnerable communities who have historically contributed the least to current climate change are disproportionately affected. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. সম্প্রতি Susan chakco র বক্তব্য, (২০২৪, ৮ মে) 'More people in countries with low human development index suffer from climate related disaster, *Central America, the Caribbean, Eastern Africa, southern & eastern Asia have highest levels of impacts from climate-related disasters'*। প্রবন্ধে আরও বলেন যে 'Human development index of a country has an impact on how its population is impacted by climate-related disasters, and a new study showed the relationship between the two.' একই ভাবে উচ্চ স্তরের মানব উন্নয়ন দেশ গুলোর সম্পর্কে বলছেন, 'Likewise, the increasing number of the population impacted by climate-related disasters in countries with very high human development was statistically and significantly lower than in countries with high, medium and low human development. The

cumulative percentages of the population impacted by climate-related disasters in European countries were notably lower compared to countries in Australia, Africa, North America, Asia and South America, the study found.

Countries in Africa showed an increase in people impacted by climate-related disasters through time, despite a decrease in the number of climate-related disaster events, according to the findings'.[৮]

আমরা এই বিষয়ে আরও জানার জন্য কিছু তাত্ত্বিকের ভাষ্য জেনে নেব।

লেখক Birsha Ohadedar (২০২৪) ঔপনিবেশিক সরকারের সময়ে পূর্ব ভারতে বিভিন্ন আইন বাস্তবায়িত হবার ফলে কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটত তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন বন্যা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়; বরং, এগুলো রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা গঠিত সামাজিক প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে আবির্ভুত হয়। আইন এই প্রক্রিয়াগুলিকে তৈরি ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি বলেন কিছু আইন, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাহায্যে বাস্তবায়িত ঔপনিবেশিকতা এবং পুঁজিবাদ পূর্ব ভারতে বন্যার তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।[৯] Virginia García-Acosta (২০২০) তাঁর লেখায় ল্যাটিন অ্যামেরিকার দুর্যোগের আলোচনায় নৃতত্ত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি ল্যাটিন অ্যামেরিকার বিভিন্ন

---

৮ এই তথ্যটি Down To Earth এর অনলাইন মেগাজিন থেকে সংগ্রহ করেছি। https://www.downtoearth.org.in/climate-change/more-people-in-countries-with-low-human-development-index-suffer-from-climate-related-disasters-96040।

৯ Ohadedar, Birsa. (2024). 'Law, Colonial-Capitalist Floods, and the Production of Injustices in Eastern India: Insights for Climate Adaptation'. Cambridge University Press. PP. 1-3. https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/law-colonialcapitalist-floods-and-the-production-of-injustices-in-eastern-india-insights-for-climate-adaptation/F3D8A13CBF184ABBBD01E449283ACA38

দেশের দুর্যোগের ফলাফল আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন দুর্যোগ এমন একটি ঘটনা যার মাধ্যমে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ দুর্যোগ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।[১০]

এই প্রেক্ষিতে জানা প্রয়োজন স্থানীয় মানুষের দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা কি? এই ক্ষেত্রে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ তরণী দাসের কথোপকথন তুলে ধরব, সাক্ষাতকারটি নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের ২০ মার্চ। 'দুর্যোগ আমাদের জীবনের এক অংশ, ১৯৭২-৭৩ সালে নোয়াখালীর একদিনের বন্যায় আমার পরিবারের ৯ জনকে হারিয়েছি। তারপর ১৯৯২ সালে ভারতে আসি, এখানে এসে দেখি নিজেদের আত্মীয়স্বজন সেই নদীর তীরেই বসবাস করছে। ১০-১২ বছর ভালো ছিলাম, আইলা এসে ঘর ভাঙল, তার পরে পর পর দুবার বুলবুল ও ফনি ঝড়ে ধান গেল, আম্ফানের জলোচ্ছ্বাসে পুকুরের মাছ মরল, আর ইয়াস ঝড়ে আবার ঘর ভাঙল । সারাজীবন নদীর সাথে যুদ্ধ করে গেলাম, কি আর করব, নদী তো প্রকৃতিরই দান, প্রকৃতির শক্তির কাছে মানুষ আর কি? সরকার কিছু না করলে মানুষ আর কি করবে? সেখানেও (বাংলাদেশ) কিছু করেনি এখানেও (ভারত) দেখি এক' ।

তরণী দাস এখানে তাঁর জীবন ও জীবিকায় দুর্যোগের প্রভাব বর্ণনা করেছেন। সারাজীবন দুর্যোগের সাথে লড়াই করে এটাকে জীবনের নিয়তি বলেই মনে করেন। যেখানে তাঁর কিছুই করার নেই, প্রকৃতি ও সরকারের ভরসায়ই দিন কাটে। অর্থাৎ সরকার চাইলে দুর্যোগে দুর্ভোগ কমে, কিংবা সরকার চাইলে বাঁধকে শক্তপোক্ত করতে পারে। এখানে তরণী দাসের দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার বিবরণের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে দুর্যোগ ও সরকার সম্পর্কে দুটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধে তাঁর একই ধারণার কথা । এই ধারণা হয়ত তথাকথিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান মান্যতা দেয়না। কিন্তু তরণী দাস ঠিকই জানেন যে সরকারের উদাসীনতা ও গাফিলতির জন্যই দুর্যোগে তাঁদের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে – তা সে যে রাষ্ট্রই হোক না কেন।

ছোট থেকেই দুর্যোগকে 'প্রকৃতির লীলা খেলা' বলে জানি। অন্তত বাড়ি ও গ্রামের বড়োদের কাছ থেকে যা শুনতাম। নদীবাঁধেই যেহেতু বাড়ির এক অংশের সীমানা ছিল,

---

[১০] Acosta, Virginia García. (2019). 'The Anthropology of Disasters in Latin America: State of the Art'. Routledge.

তাই নদীর জল বাড়লে বিশেষ করে বর্ষার পরে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শাঁড়া শাড়ীর কোটালে প্রায় আশংকায় থাকতাম আর 'ভগবানের নাম স্মরণ' করতাম (বাড়ির বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু এবং মহিলারা নাম সংকীর্তন করতেন)।

জোয়ারে নদীর জল বেড়ে গিয়ে বাঁধ ভেঙে গেলে লবণ জলে কৃষি জমি থেকে বসত বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থাকে। কারণ নদীবাঁধের নিরাপত্তার ওপরে সুন্দরবন বাসীর জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা দেখা দিলে স্থানীয় মানুষের মনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, যে অস্থিরতা তৈরি হয়, যে দারিদ্র দেখা দেয় এখানের জন্য এটাই হল 'দুর্যোগ'। ২০০৯ সালে ২৫ মে আইলা দুর্যোগ হল, ২৬ মে আমার উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হল। ভালো রেজাল্ট করলাম। বিগত বছরে পরীক্ষায় বসলাম না পরের বছরে ভালো রেজাল্ট করে আইন নিয়ে পড়ে উকিল হব বলে। পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফলাফল করলাম। কিন্তু আইন পড়া আর হল না। দুর্যোগে জমি, পুকুর, কারো কারো ঘরবাড়িও সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। কারো কারো আংশিক। অগত্যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো শুরু করি। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখি দুর্যোগ কেবল প্রাকৃতিক নয়, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এর নির্দিষ্ট ফর্ম আছে। ধীরে ধীরে বুঝতে শিখি সুন্দরবন বাসীর দারিদ্র ও অভিবাসনের অন্যতম কারণই হল দুর্যোগ। তাই গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি 'দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান' বিষয়ক শিরোনামটিকে। বোঝার চেষ্টা করি দুর্যোগের সাথে উন্নয়ন, আইন কানুন, নীতি, রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজ 'চালিকা শক্তি - এই উপাদান গুলো কিভাবে কাজ করে। সুতরাং দুর্যোগের থেকেও এখানে বেশি প্রয়োজনীয় হল বিশ্লেষণ করা সমাজ ও অর্থনীতিতে দুর্যোগের ভূমিকা কি?

পরিবর্তিত অবকাঠামো:

তাই দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ বা গবেষণা আমাদের লক্ষ্য নয়, কেবল দুর্যোগকে একটি 'ঘটনা' হিসেবে ধরে কিভাবে নিম্ন সুন্দরবনের (বিশেষত উপকূলীয় মৌজাগুলিতে) অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে একটি আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক 'অবকাঠামো' স্থাপন করে তা দেখা।

কিন্তু পরিবর্তিত নতুন এই অবকাঠামোর প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ে স্থানীয় কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থায়, যাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। এক, এর ফলে দীর্ঘ দিনের প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন হতে থাকল, দুই, তেমনি প্রচলিত কৃষির শস্যের উৎপাদনের ধরণেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়। উক্ত দুটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হল তা প্রথমত ক্ষতিগ্রস্থ নদী বাঁধ মেরামতের জন্য সরকারের জমি 'অধিগ্রহণের' প্রকল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। কারণ জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তা হল সরকার ক্ষতিপূরণ কাকে দেবে? কিংবা জমির স্বত্বাধিকার কার? কারণ ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পরিবারের জমির মালিকানা বা স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না থাকায় অধিগ্রহণের প্রকল্পটি ব্যাপক জটিলতার সম্মুখীন হয়। এই জটিলতার ফলে স্থানীয় মানুষের মনে যেমন আশঙ্কা বাড়ে তেমনি এর থেকে পরিত্রাণের জন্যও সরকারি ভূমি দপ্তরে স্থানীয় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। সুতরাং এর ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে জমি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন কানুন, সরকারি আমলা, মোহরি (যারা জমির দলিল লেখে) ইত্যাদির সাথে পরিচিতি হওয়ার ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সম্মুখীন হতে হয় তেমনি জমি যে একটি 'সম্পদ' তা সম্পর্কেও নতুন ভাবে ধারণা গড়ে ওঠে। এর ফলে স্থানীয় অঞ্চলে জমিজমার তুলনামূলক ভাবে গুরুত্ব বেড়ে যায়।

একই সাথে লবণাক্ত জমিতে পুরনো পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন আর হবে না। সরকারি আমলা, বেসরকারি সংস্থা, ও স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে পুঁজিবাদী এই যুক্তিগুলো প্রচার হতে থাকল। আইলার বছরে বন্যার জল জমিতে প্লাবিত হয়নি এমন কিছু স্থানীয় কৃষক পরিবারকে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও কীটনাশক প্রদান করা হয়। এই বীজ দিয়ে কিছু লবণ জলে প্লাবিত জমিতেও চাষ করার ফলে ধান গাছ গুলো বেঁচে যেমন ছিল তেমনি কম হলেও উৎপাদন হল। যারা এই বছর চাষ করতে পারল না তাঁরা ভাবল এর পরের বছর তাঁরাও এই বীজ দিয়ে চাষ করবে। হলও তাই, পরের বছর চাষের মরশুমে দেখা যায় স্থানীয় বাজারে নানান প্রকার ধানের বীজ। যার সাথে কৃষকের কোন প্রকার পূর্ব পরিচয় নেই, বেশি উৎপাদনের আশায় চাষি বাজার থেকে এই ধরনের উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল বীজ কিনে

চাষ করতে থাকল এবং ক্রমশ মোট উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেল।[১১] এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ, সার ও বিভিন্ন কীটনাশক কোম্পানির এজেন্ট ও খুদ্র ব্যবসায়িকরা মুনাফা অর্জন করতে থাকল। সুন্দরবনের চাষি এখন পুরদস্তুর আধুনিক কৃষকে পরিণত হল। অপরদিকে জমি অধিগ্রহণের কাজটি ও নানান বিতর্ক ও অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নদী বাঁধের কাজ অনেকটা এগোন গেল। নদীর বাঁধ এখন অনেকটাই শক্তপোক্ত হয়েছে এবং ছোটখাটো যানবাহনও অনায়াসেই চলাফেরা করে। স্থানীয় মানুষ যাকে উন্নয়ন বলে মনে করে। সত্যিই কি উন্নয়ন বিষয়টি এতো সহজ ভাবে বোঝা যায়? তাই স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা ও উন্নয়নের প্রচলিত বিভিন্ন মডেল আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়।

উন্নয়নের ধারণা:

বর্তমান সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় দুর্যোগ পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের উন্নয়ন ও সেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানের চালচিত্র বোঝা। এই চালচিত্র বুঝতে হলে আমাদের নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতিক কর্মক্রিয়া বুঝতে হবে। কারণ নয়া উদারবাদী মতাদর্শের দুই প্রবক্তা, মিল্টন ফ্রিডম্যান ও ফ্রেড্রিক হায়েক এদের দুজনের, মূল বক্তব্য হল, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন বাজার, যেমন বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শুল্ক ক্ষেত্রে ছাড় ও ভর্তুকি কমানো, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারিকরণ, সরকারি ব্যায় হ্রাস করা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুক্ত বাজারের প্রতি অনুকুল পরিবেশ তৈরি করাই হল রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । সুদীপ চৌধুরী ও নিলয় মুখোপাধ্যায় (১৯৭৭ ও ২০১০) ‘অন্যঅর্থ’ পত্রিকায় ‘ফ্রিডম্যান, নোবেলপ্রাইজ ও চিলি’ নামক প্রবন্ধে মিল্টন ফ্রিডম্যান এর লেখা ‘Capitalism And

---

[১১] আইলা পরবর্তী সুন্দরবনে উপকূলীয় মৌজাগুলোতে যে কৃষি উৎপাদন আইলার আগের তুলনায় প্রায় দিগুন হল, এই তথ্য ও সত্যতা তেমন কোণ গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধে ও বইয়ে পেলাম না। এর কারণ একটা সাধরন যুক্তি হল, লবণ জলে প্লাবিত হলে যে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক হারে মার খায় এই যুক্তির ভিত্তিতে বলা হল। কিন্তু আমরা এটা জোর দিয়ে বলতে চায়, যে আইলা পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের এইসব নিম্নবর্তি অঞ্চলে যে ব্যবপক হারে কৃষি উৎপাদনকে পুঁজিবাদী মোড়কে পুরে দেওয়া হল, এই কারনেই উৎপাদন বৃদ্ধি হল, তা আমরা সহজে ধরতে পারি না। আমরা বর্তমান সন্দর্ভে এই যুক্তিগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খয় ভাবে আলোকপাত করব।

Freedom' বইয়ের সম্পর্কে আলোচনা করছেন এইভাবে, 'Capitalism And Freedom, গ্রন্থে 'জোর গলায় সওয়াল করেছেন ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের পক্ষে'। তাঁর মতামত অনেকটা এই ধরণেরঃ বাজারে যদি চাহিদা ও যোগানের খেলায় কোনও রকম বিঘ্ন না ঘটানো হয় এবং শুধু গোটা দেশের অর্থনীতির ভিত্তিতে স্থিতিশীল পন্থা (Stabilisation policy) অবলম্বন করা হয় তাহলেই দেশের সম্পদের সর্বোত্তম এবং কাম্য নিয়োগ (allocation) সম্ভব' (ঐ, পৃ; ৩২১)। ঠিক এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি যে Naomi Klein, এর লেখা The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (২০০৭) বইয়ে ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক এই ধারণার সমালোচনা মূলক আলোচনাটিকে । ক্লেইনের মতে ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক ফর্মুলা অ্যামেরিকার চিকাগো স্কুল উদ্ভূত, যার প্রভাবে সমসাময়িক বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো তাঁদের দেশের জাতীয় নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে। অনিয়ন্ত্রিত বাজার, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি র মাধ্যমে। লেখক বলেন ফ্রিডম্যানের অর্থনৈতিক ধারণার মূল কথা হল, একটি সাবেকি অর্থনৈতিক কাঠামোকে সংস্কারের জন্য একটি ধাক্কা/shock এর প্রয়োজন। লেখক এখানে ধাক্কা কে 'সংকটকালীন অবস্থান' বলে ধরেছেন । একজন ব্যাক্তির মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে, কিংবা সমাজ দেহের এমন কোনও সংকটের প্রেক্ষিতে ফ্রিডম্যানের অর্থনীতিনীতির সুত্র বলে, এই সংকট বা ধাক্কার সুযোগে উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা, ও নতুন বাজার গড়ে তোলা সম্ভব। কিংবা বাজার দখল করা। ক্লেইন এই সংকট কালীন অবস্থানকে 'দুর্যোগ' বলেছেন। তা প্রাকৃতিক হোক কিংবা মানব সৃষ্ট । অর্থাৎ লেখকের মতে, বিভিন্ন (প্রাকৃতিক কিংবা মানব সৃষ্টি) দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে অনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার নীতির প্রসার ঘটানো হয়। লেখক যাকে 'দুর্যোগের ফলে পুঁজির উত্থান' বলে মনে করেন। অর্থাৎ দুর্যোগের কারণে কিভাবে নব্য উদারনীতিবাদী অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

সুন্দরবনে আইলা দুর্যোগের পরে উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ করে নিম্ন সুন্দরবনের স্থানীয় দীর্ঘ দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর হয়েছে। এই রূপান্তর ক্লেইনের আশংকাকে পুরোপুরি সমর্থন না করলেও বেশিরভাগ যুক্তির সাথে সহমত পোষণ করে, আমার সন্দর্ভের মৌলিক বোঝার বিষয়টিও,

“দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থানঃ পাথরপ্রতিমায় নতুন কৃষি ব্যবস্থা” এই শিরোনামের মাধ্যমে। তাই এই যুক্তির খাতিরে নব্য উদারনীতি ধারণা কি তা এখানে বোঝা প্রয়োজন। কারণ পুঁজির উত্থানের ক্ষেত্রে দুর্যোগের সম্পর্ক কোথায়, এটা বোঝার জন্য। তার কারণ একজন দায়িত্বশীল গবেষক হিসেবে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে উক্ত বিষয়ে চর্চা ও স্থানীয় একজন মানুষ হিসেবে বিষয় নির্ধারণ, ও তথ্য সংগ্রহ কিংবা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা থেকে বলতে পারি ক্লেইন দুর্যোগের সাথে পুঁজির উত্থানের যে ধারণা পোষণ করেন, আমার সন্দর্ভে ক্ষেত্রেও আমি অনেকটাই সমযুক্তি পোষণ করি। এবং এই যুক্তিকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি Ferguson এর লেখা ‘The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho’ বইয়ে চর্চিত উন্নয়নের ধারণার মাধ্যমে। এই দুটো বইয়ের চর্চিত তাত্ত্বিক বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে আমার সন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে।

আবার ২০০৯ সালের আইলার পরে সুন্দরবনের ওপর দিয়ে পরপর ৪টি বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরবর্তী উন্নয়নের প্রবাহ কিন্তু একই খাতে প্রবাহিত হয়নি। যেমন সাগরদ্বীপ ব্লকের কচুবেড়িয়া মৌজা যেটির অবস্থান পূর্ব সাগরের একেবারে নদীর তীরে। তাঁদের ক্ষেত্রে আইলার থেকেও অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইয়াস ঝড়ে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখি, আইলার ক্ষয়ক্ষতির সাথে ইয়সের তুলনা করে তুল্যমূল্য বিচারে সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে দুটো প্রত্যাঘাত অনেকটাই এক হলেও, তার পরবর্তী উন্নয়নের ধরণ ও কৃষির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আইলা পরবর্তী উন্নয়নের সাথে কয়েকটি ক্ষেত্রে আলাদা ফলাফল হয়েছে। এই বিষয়গুলো সন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়। এবং এই বিষয় গুলোর ওপর যেহেতু অধ্যায়গুলোতে আলোকপাত হয়েছে তাই এখানে তার আলোচনা সীমিত রাখলাম। সুতরাং এই যুক্তির খাতিরে আমরা বর্তমান প্রচলিত নব্য উদারনীতি অর্থনীতির ভাবনাটিকেও সীমিতকারে আলোচনা করে নেব।

উন্নয়ন হল একটি সচেতন প্রয়াস। একটি বহুমাত্রিক ধারণা। যার মাধ্যমে শুধু একটি দেশের G.D.P (Gross Domestic Product) বা মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি নয়, উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের স্বক্ষমতা (freedom) ও সক্ষমতার (capability) প্রসারের প্রয়াসকেও

গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নয়নের এই ধারাকে আমরা যদি কয়েকজন অর্থনীতিবিদের বক্তব্যকে অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করি তাহলে উন্নয়ন সম্পর্কে বুঝতে আরও সুবিধা হবে।

কল্যাণ সান্যাল তাঁর লেখা বই ‘সাত সতের’ তে বলেন ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট নামে একটি অ্যাক্ট তৈরি করা হয়, যার বিষয় ছিল ব্রিটিশ কলোনিগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কি কি করনীয় তার বিচার। সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে উন্নয়নকে দেখা এই ব্রিটিশ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট থেকেই শুরু, যা পরে ১৯৫০ এ একটা সংহত চেহারা পেল (সান্যাল, ২০১১; পৃঃ ৬৯)। আবার অশোক রুদ্র ‘ভারত বর্ষের কৃষি অর্থনীতি’ (অর্থনীতি গ্রন্থ মালা ২ ২০১৫) বইয়ে বলেন, ১৯৫১ সাল থেকে আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পত্তন করা হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো। এবং সেই যুগ থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বিস্তার (রুদ্র; ২০১৫; পৃঃ ১২৮)।

কিন্তু স্থানীয় মানুষ যাকে উন্নয়ন বলে মনে করেন তাঁরা কি এই উন্নয়নের দ্বারা আদপেও সংপৃক্ত হয়েছেন? যেমন দ্রেজ ও সেন মনে করেন উন্নয়নকে মানুষের মৌলিক ‘স্বক্ষমতা’ (freedom) ও ‘সক্ষমতার’ (capability) প্রসার হিসেবে দেখাই যুক্তিসংগত (দ্রেজ ও সেন; ২০১৫)। অর্থাৎ মানুষের স্বক্ষমতা ও সক্ষমতার প্রসারই উন্নয়নের প্রকৃত লক্ষ্য। আয়বৃদ্ধি থেকে সম্পদের প্রসার ঘটে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যে সম্পদের ব্যবহার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি করে সমস্ত নাগরিক জীবন-মানের উন্নতি সাধন করা যায়।[১২] উন্নয়নের অর্থ বুঝতে যদি এই যুক্তি ধরে নিই তাহলে বলতে হয় আইলা উত্তর পাথরপ্রতিমা ব্লকের যে উন্নয়নের কথা আমরা আলোচনা করলাম তার দ্বারা স্থানীয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আদপেও সংপৃক্ত হয়নি। কারণ উন্নয়ন যদি হয় তাহলে আয় ও জীবনের মানও বাড়বে। নদী বাঁধের উন্নতির ফলে মানুষের নিরাপত্তা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পরিবর্তিত কৃষির ব্যবস্থার ফলে তাঁদের আয় ও জীবনের মান কতোটা বৃদ্ধি তা প্রশ্ন-সাপেক্ষ । সুতরাং দ্রেজ ও সেনের ‘নিরপেক্ষ’ ও ‘সার্বিক’ উন্নয়নের ধারণা ও Ferguson এর ‘রাজনীতি যুক্ত উন্নয়নের’

---

[১২] দ্রেজ, জ্যাঁ ও অমর্ত্য সেন (২০১৫) ভারত ও উন্নয়ন বঞ্চনা’। ভাষান্তর অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রানা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃঃ ৪ (মুখ বন্ধ)।

ধারণার মধ্যে তুল্যমূল্য আলোকপাত করলে আমরা সুন্দরবনের আইলা উত্তর উন্নয়নের প্রকৃতি ও ধরণ বুঝতে পারব বলে মনে করি। Ferguson এর লেখা, 'The Anti-Politics Machine "Development" and Bureaucratic Power in Lesotho' বইয়ে লেখক আফ্রিকার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র 'লেশেথোর' উন্নয়ন কল্পকে বিশ্লেষণ করেছেন। দেশটি ১৯৭৫-৮৪ সময় কালে মোট ২৮ টি দেশ ও ২৭ টি বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন সহায়তা পেয়েছে। ১৯৭৯ সালে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে প্রায় ৬৪ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল, যা দেশটির মোট জনসংখ্যা হিসেবে মাথা পিছু ৪৯ ডলার ছিল। বিশেষত এই উন্নয়ন সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল, দারিদ্র দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই ব্যাপক অর্থে (প্রায় বেশির ভাগ) ২০০ টিরও বেশি 'গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প', 'এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এতো উন্নয়ন সহায়তা ও প্রকল্পের পরেও লেসেথোর বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নি। যতবারেই উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ব্যর্থ হত পুনরায় অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান আবারও কোনও না কোনও প্রকল্প নিয়ে হাজির হত। অথচ এই ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে পরিচালিত করার জন্য লেসেথোর রাজধানি মাসুরে, বৈদেশিক 'বিশেষজ্ঞদের' বিশাল মাপের ভিড় জমে থাকত। এই প্রেক্ষাপটে লেখকের মূল প্রশ্ন হল উন্নয়ন কি? এবং উন্নয়নের যুক্তিগুলো কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে। তাঁর প্রশ্ন উন্নত দেশ ও নানান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বার বার উন্নয়ন করার চেষ্টা করেও কেন ব্যর্থ হয়? লেখকের মতে এর কারণ হল, এরা বার বার ব্যর্থ হয়েও পুনরায় আবার একই পদ্ধতিতেই উন্নয়নের প্রকল্প গুলোকে পরিচালিত করে। এর কারণ বোঝার জন্য লেখক এখানে সমাজ তাত্ত্বিক Foucault এর 'ক্ষমতা তত্ত্বকে' ব্যবহার করে যুক্তি দেন যে উন্নয়নের তাত্ত্বিক 'বিশেষজ্ঞরা' কিছু অনুমান ও তাদের প্রয়োগকারী ভাষা ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। এই অনুমান গুলির ভাল এবং খারাপ উভয়ই রয়েছে। উন্নত বিশ্ব যখন তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নকল্পগুলোকে পরিচালিত করে তা বস্তুত পক্ষে ব্যর্থ প্রকল্প গুলোকে যুক্তির মাধ্যমে পুনরায় সাফল্য হিসেবে প্রচার করে। লেখক মনে করেন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হয় । তিনি আরও মনে করেন উন্নয়ন তত্ত্ব রাজনৈতিক

আধিপত্যের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে । অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব তাদের উন্নয়নের মডেল গুলোকে উন্নয়নশীল বিশ্বের উপরে রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে, তাতে উন্নয়ন কার্যকারিতা হোক বা না হোক। অর্থাৎ উন্নয়নের নানান প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজস্ব যুক্তি তৈরি করে, এবং এই যুক্তি একই সাথে লেসেথোকে একটি বিশেষ ধরণের জ্ঞানের মডেল হিসেবে গড়ে তোলে, এবং এই বিশেষ মডেলের চারিদিকে জ্ঞানের একটি কাঠামো তৈরি করে আর এই কাঠামোর মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন মডেল গুলো সংগঠিত হয়।[১৩]

২০০৯ সালে ২৫ মে আইলার ফলে সুন্দরবনের ৭৭৮ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ নদীবাঁধ ভেঙ্গে প্রায় ১,২৫,৮৭২ হেক্টর কৃষি জমি প্লাবিত হয় (দেখুন, CRG রিপোর্ট, পৃঃ ৭৭)।[১৪] ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধের মেরামত ও লবণ জলে প্লাবিত বিস্তীর্ণ কৃষি জমির পুনরায় কৃষি উৎপাদনের প্রশ্নে সমগ্র সুন্দরবনে সরকারি ও দেশি বিদেশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়। এই বৃহৎ উন্নয়ন কল্পের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। অর্থাৎ Ferguson উন্নয়নের তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে আমরা যেমন বোঝার চেষ্টা করব পাথরপ্রতিমা ব্লকের আইলা উত্তর উন্নয়নের প্রকৃতি ও ধরণ, তেমনি এই উন্নয়নের 'ফলাফলকে' বোঝার চেষ্টা করব Naomi Klein এর লেখা 'The Shock Doctrine, The rise of disaster capitalism' এর মাধ্যমে। এবং বোঝার চেষ্টা করব আইলা উত্তর সুন্দরবনে উন্নয়নের নামে কিভাবে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটছে। লেখকের মূল তাত্ত্বিক বক্তব্য হল, দুর্যোগ কারো কারো জন্য যেমন কিছু 'সুযোগের' দরজা খুলে দেয়, তেমনি কারো জন্য আবার সম্পদ সঞ্চয়, ব্যবসায়িক অবকাঠামো গঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ব্যবসায়িক শ্রেণী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার এই দুর্যোগকে ব্যবহার করে সরাসরি লাভের হিসেব কষে দুর্যোগ পরবর্তী

---

[১৩] Ferguson, Jams (1996): "The Anti-Politics Machine "Development, "Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho", University of Minnesota Press, New York.

[১৪] মহানির্বাণ কলকাতা রিসার্চ গ্রুপের Discussion Paper-I, 'The Proposal of Strengthening Embankment in Sundarban: Myth and Reality' নামক রিপোর্ট থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে।

http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW35/7.Discussion_Paper1.pdf

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 'নীতি' গ্রহণ করে। লেখক তাঁর বইয়ে দেখান যে কিভাবে নব্যপুঁজিবাদ দুর্যোগের ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে মানসিক দ্বিধা, ধাক্কা বা সঙ্কট তৈরি হয় সেই সংকটকে সুচতুর ভাবে ব্যবহার করে মুক্ত বাজার, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির যুক্তি তৈরি করে।[১৫] আইলা উত্তর সুন্দরবনে কৃষির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক একই চিত্র আমরা দেখতে পাই। ২০০৯ সালের ২৫ মে আইলা দুর্যোগ ঘটে। একই বছর (জুন ও জুলাই) দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কৃষি ক্ষেত্রে লবণজল সহন কারি বিভিন্ন কোম্পানির বীজ স্থানীয় কিছু চাষিকে ত্রাণ হিসেবে প্রদান করে । এই বছর আশানুরূপ উৎপাদন হওয়ায় পরের মরশুমে চাষের সময় থেকে বাজারে আরও (বিগত বছরের থেকে অনেক বেশি) বিভিন্ন কোম্পানির উচ্চফলনশীল বীজ স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করতে থাকে। সাথে বিভিন্ন সার ও কীটনাশক কোম্পানি গুলোও এই বলে প্রচার করতে থাকে যে উক্ত উচ্চফলনশীল বীজের মাধ্যমে চাষ করতে হলে তাদের কোম্পানির সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে নাহলে ফলন কম হবে। এই ভাবে স্থানীয় অঞ্চলে কয়েক বছরের মধ্যে গুরুর নাঙলের পরিবর্তে ব্যাপক হারে পাওয়ারটিলার, ট্রাক্টর, চাষি পরিবারেরা বিগত বছরের বীজ সংরক্ষণ করার পরিবর্তে বাজারের নানান কোম্পানির বীজ, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে থাকে। ধীরে ধীরে চাষি এখন থেকে চাষের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আধুনিক নামজাদা বৃহৎ কোম্পানির পরামর্শে চাষ করতে শুরু করে। এর ফলে উৎপাদন বাড়লেও খরচও বাড়ে প্রায় দ্বিগুণ হারে। দিনের শেষে চাষির পকেট ফাকাই থাকে, বিপরীতে সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ চাষিকে উদ্দেশ্য করে আইলা পরবর্তী উচ্চফলনশীল বীজ, সার কীটনাশক কোম্পানির মুনফা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আইলা পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির এই পরিবর্তনকে আমরা দুর্যোগের ফলে পুঁজির উত্থান বলে আখ্যায়িত করছি।

অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী পাথরপ্রতিমা ব্লকের যে উন্নয়ন তা আমরা Ferguson এর 'উন্নয়নের তত্ত্ব' ও Naomi Klein এর দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে যে নব্য

[১৫] Klein, Noami (2007): "The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism" Knopf Canada, Canada (first edition).

পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্থান ঘটে তার চালচিত্রের সঙ্গে যুক্তি ও তত্ত্বগত ভাবে মেলাতে পারি।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

সন্দর্ভের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী আমরা সাহিত্য পর্যালোচনা কে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। একটি হল সন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা অনুযায়ী ও অন্যটি হল সন্দর্ভের তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী। প্রথমে আমরা সন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা সাহিত্যকে আলোচনা করব।

কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করতে হলে অবশ্যই পূর্বের গবেষণামূলক প্রবেন্ধের ফলাফলের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন বিষয় ও ভাবনা তৈরি করাটাই একজন গবেষকের মৌলিক উদ্দেশ্য। আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে বিষয়ের ভাবনা, গবেষণার মান বাড়ানো ও সঠিক দিক নির্দেশের জন্য পূর্বের নির্দিষ্ট কিছু গবেষণা নিয়ে আলোকপাত করছি, যা আমার গবেষণার সাথে প্রাসঙ্গিক, এবং এই পদ্ধতি গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলেও প্রমাণিত।

সুন্দরবনের ইতিহাস জানতে হলে যে প্রবন্ধটির সম্পর্কে অবশ্যই জানা প্রয়োজন তা হল ‘পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা ১৪০৬’। প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ‘বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড’ থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি সুন্দরবনের প্রাচীন থেকে ব্রিটিশ যুগ ও পরবর্তী স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সুন্দরবনের প্রত্নতত্ত্ব, নৃতাত্ত্বিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরেছে । সুন্দরবনের জনপদ, জীবনযাত্রা, চাষবাসের ইতিকথা ইতিহাস উক্ত প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

Frederick Eden Pargiter এর লেখা বই “A Revenue History of the Sundarbans” সম্ভবত প্রথম যা অবিভক্ত সুন্দরবনের ঔপনিবেশিক সময়কালের উল্লেখযোগ্য দলিল, বইটি সুন্দরবনের রাজস্বের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৭৬৫ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ২৪ পরগণা সহ বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোরে

ঔপনিবেশিক কালে কিভাবে বদ্বীপ অঞ্চলের গঠন হয় ও সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত ও বিভিন্ন প্রকারের রাজস্বের বন্দবস্ত হত তার উল্লেখ রয়েছে। বইটি রাজস্ব নীতি এবং সুন্দরবনের উপনিবেশ স্থাপনের মধ্যে সম্পর্কও স্থাপনা করে।

W. W.Hunter এর লেখা “A statistical Account of Bengal, District of the South 24 porganas and Sundarbon” volume-1, 1875 সালে বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি সুন্দরবনের ভৌগোলিক সীমানা, জনবসতি, জমি ও সরকারি রাজস্ব, কৃষি ও কৃষিজমি, ভূমি-মালিক ও কৃষি-শ্রমিক সম্পর্ক, সর্বোপরি তৎকালীন সুন্দরবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তুলে ধরেছেন। বস্তুত পক্ষে সুন্দরবন বিষয়ক গবেষণার জন্য তাঁর এই দলিল খুবই মুল্যবান। হান্টার মশায়ের কাছে আমি যেভাবে ঋণী তা হল তাঁর বইটির বিষয়ে জানতে পারি আমার পূর্বের ‘সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে। বিশেষত সুন্দরবন-বাসী হিসেবে বাল্য থেকে কৈশোর কেটেছে সুন্দরবনের জল-কাদায়। ছোট বয়সে বাড়ি থেকে, পরবর্তীতে একটু বয়সে বড়দের সাথে অসম আড্ডা-আলোচনায় ও বিগত M.Phil ও বর্তমান Ph.D-এর বিষয়ে গবেষণার কারণে যে পাঠ্যপুস্তক, মৌখিক ইতিহাস, ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্যদিয়ে সুন্দরবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি তা আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে হান্টার অনেকটাই চিত্রায়িত করেছিলেন। সুন্দরবন সম্পর্কে জানতে গেলে অবশ্যই বইটির সাথে পরিচয় হলে গবেষণার গুণমান বৃদ্ধি পাবে বলে আমার মনে হয়।

F.D Ascoli র, ১৯২১ সালে লেখা বই “A Revenue History of the Sundarban: From 1879 to 1920” এর মাধ্যমে জানতে পারি, সুন্দরবন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা, বইটিতে উল্লেখ করা হয় কিভাবে সুন্দরবনকে ধাপে ধাপে জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে তোলা হয়েছে। এবং জানতে পারি ক্রমে ব্রিটিশ সরকার কিভাবে মানচিত্র অংকন করে, বিভিন্ন লটে ভাগ করে জমিদারদের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এবং এর ফলে ধীরে ধীরে সুন্দরবনে খাজনা নামক প্রতিষ্ঠানটিকে একটি চলমান ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল।

গবেষক দীপঙ্কর সাহা (2015) ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা চিরাচরিত শস্য চাষের পরিবর্তনশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছে। সুন্দরবনের অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে চাষের খুব একটা অনুকূল পরিবেশ নেই। এই চাষবাসের বেশিরভাগ নির্ভর করে বর্ষার বৃষ্টির জলের উপর। পাশাপাশি লবণাক্ত জল দ্বারা বেষ্টিত নিচু ভূমি হওয়ায় চাষবাসের খুব একটা উপযোগী হয়নি। তাই জনগণ ছোট ছোট চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনযাপন করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রবল বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্র ও কৃষি কর্মকে প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলে চাষাবাদের যে ভিন্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয় তারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই গবেষণা পত্রে। এই সুন্দরবন অঞ্চলে ধান চাষ প্রধান হলেও বর্তমানে স্বল্প সময়ের বিভিন্ন সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা হচ্ছে সুন্দরবনের জলবায়ুতে অনুকূল শস্য খুঁজে বের করার। এ বিষয়ে নিমপিঠ (রামকৃষ্ণ মিশন) এর দীর্ঘ গবেষণা পর আন্তর্জাতিক মানের তুলোর চাষ পরীক্ষায় সফল হয়। তা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদনের উপদেশ হিসাবে দেওয়া হয়। এছাড়াও উচ্চ জমিতে বর্ষাকালীন বিভিন্ন সবজি চাষের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি শীতকালীন শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সুন্দরবনের কৃষকরা ধানের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদনে আগ্রহী হন। যা এখানে গবেষক তুলে ধরেছেন।

এখানে সুন্দরবন অঞ্চলে মূলত বন্যা পরিস্থিতিতে মোকাবেলায় বিশেষ করে নদীবাঁধ সংরক্ষণের ওপর সরকারি উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয় । এর পাশাপাশি ওই অঞ্চলের জমি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের কথা বলা হয় যা আমার গবেষণায় সাহায়তা করবে।

এই গবেষণা পত্রে সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণ করে যে গণপরিকাঠামো তৈরীর ধারণা দেওয়া হয়েছে তা আমার গবেষণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার গবেষণায় আইলা পরবর্তী সময়ে জমির ব্যবহারের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে । তবে এখানে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগে যোগাযোগ ও নদী বাঁধের জমির ব্যবহারকে তুলে ধরেছেন।

একটি গবেষণা পত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৬) ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও কৃষি ক্ষেত্রে তার প্রভাব নিয়ে মূলত আলোচনা করেছেন। বাংলা বলতে সেই সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশকে একত্রে বোঝানো হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন

ভারতের যে সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে তা ধীরে ধীরে বুর্জোয়া কৃষি বা পুঁজিবাদী কৃষি তে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী কৃষির মূল ধারণাই হলো বাজারকেন্দ্রিক কৃষি কাঠামো গড়ে তোলা। তাই সরকার ও প্রশাসন ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত করে লাভদায়ক ও বাজার কেন্দ্রিক পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করল। তবে যে জমিদারী প্রথা চলে আসছিল তার কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরকার অর্থাৎ ব্রিটিশরা জমিদারদের নির্দিষ্ট খাজনার মাধ্যমে এই কৃষি কাজ সম্পাদনা করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো জমির মালিকানা পাওয়ার পর জমিদারেরা খাজনা আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিল। কৃষকরা পরিণত হলো চাষের শ্রমিকে। তারা তাদের জমি বিক্রি করতে উদ্যত হয়। সরকার ১৯৩৯ সালে নতুন আইন করে জমি বিক্রয় সহজতরও করে দেয়। তারা শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এসব আন্দোলনকে যুক্ত করে গণ আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে। সরকার তা প্রতিহত করার জন্য দুটি পথ অবলম্বন করে। বাংলায় বেশিরভাগ জমিদার ছিলেন হিন্দু আর মুসলিমরা ছিলেন কৃষক । ফলে জমিদারের প্রতি কৃষকের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে এই গণ আন্দোলন গুলির মুখ অন্যদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করে। অন্য রাস্তাটি হল সরকারি দমন পীড়ন। এইভাবে সেই সময় কৃষক আন্দোলন ও ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি কাঠামোর এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

ভারতের ঔপনিবেশিক আমলের কৃষক ও কৃষির এবং সরকারের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

Utsa Patnaik বর্তমান লেখাটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, উত্তর উদারনৈতিক রাষ্ট্র কাঠামোর সাথে land property এবং surplus extraction ও পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের সাথে ভুমি-হীন শ্রমিকের সম্পর্ক। দ্বিতীয় ভাগে তিনি দেখিয়েছেন, মার্ক্সের ভাবনায় rent কি। অর্থাৎ মার্ক্সের absolute ground rent এর সাথে Ricardo এর rentএর তুলনামূলক ধারণা। এবং তৃতীয় ভাগে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে capitalist producers এর মধ্য দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছে।

‘তৃতীয় বিশ্বের উৎপত্তি: বাজার, রাষ্ট্র এবং জলবায়ু’ Mike davis (2002) এর এই গবেষণা পত্রের গবেষক তৃতীয় বিশ্বের দেশ অর্থাৎ ভারত ও চীন নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক মূলত এই দুটি দেশের উপনিবেশিক শাসন এর সময় খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার উল্লেখ করেন। ভারত ও চীনের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা দেখা দেয় তা ধীরে ধীরে খাদ্য সংকটের দ্বারাদুর্ভিক্ষে পরিণত হয়। এই দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে লেখক দুটি দেশের দুর্বল পরিস্থিতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা আর খরা থেকে খাদ্য সংকট ও সেখান থেকে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় উনি শতকে মধ্যবর্তী সময়ে তার স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেন। তবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলি এই দুর্ভিক্ষের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির জনসংখ্যা তুলনায় জমির অভাব ও অনুন্নত প্রযুক্তি কাঠামোকে করেছেন। এক্ষেত্রে লেখক আলোচনা করেছেন ব্রিটিশ আমলে ভারত ও চীনের উপনিবেশিক শাসনকালে এই দুর্যোগ মোকাবিলায় অব্যবস্থা ও উদাসীনতা কে দায়ী করেছেন। তিনি এই অবস্থায় চিত্র তার গবেষণা পত্রে তুলে ধরেছেন। যেখানে একদিকে ভারত ও চীনের খরা খাদ্য সংকট অন্যদিকে উন্নত ইউরোপীয় রা খাদ্য দ্রব্যের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করতে শুরু করে। পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনে আন্তর্জাতিক বাজারকেন্দ্রিক শস্য উৎপাদনে ও চাষীদের উৎসাহারে কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা দায়ী করেছেন। ভারত ও চীনের সেই সময়ে পরাধীনতার কারণে আধুনিকতার আঁচ খুব একটা লাগেনি। ফলে খরা প্রতিহতে উন্নত শেষ ব্যবস্থা না থাকায় তারও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যা দিনে আলোচনা করেছেন। লেখক এই দুর্ভিক্ষ কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বভারত ও চীনের মত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি সম্পর্ক ও সংকট নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন তার গবেষণা পত্র।

‘সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদ এবং কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন’ প্রবন্ধে সমির আমিন (২০১২) উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বিশ্বের উন্নত উন্নয়ন দেশের মধ্যে যে শোষণ মূলক সম্পর্ক তার ধারণা কিসের ক্ষেত্রে প্রেক্ষিতে এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে কৃষিকে দুটি ভাগে আলাদা করেছেন। একটি হল পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থা যেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির দ্বারা কৃষি কার্য করা হয়। ফলে এর উৎপাদন ক্ষমতা বেশি ও খরচের পরিমাণ খুবই কম। অন্যদিকে বিশ্বে প্রায় তিন বিলিয়ন কৃষক অনুন্নত প্রযুক্তি ও দুর্বল যন্ত্রপাতি দ্বারা কৃষি কার্য করে। ফলে এখানে উৎপাদন যেমন কম হয় খরচের পরিমাণও বেশি হয়। ফলে উন্নত পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থায় বাজারের বেশিরভাগ অংশ একচেটিয়া দখল করে নেয়। পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য মূল্য কম

হওয়ায় তা উৎপাদন করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। অন্যদিকে শিল্প ও পরিষেবা মূলক পণ্য গুলির বাজার মূল্য বেশি হওয়ায় তা উৎপাদন করে তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলো। ফলে পরিষেবা ও শিল্প পণ্য গুলি উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে বেশি মূল্যে কিনতে হয়। সেই তুলনায় কৃষিজাত পণ্য গুলি খুবই কম মূল্যে উন্নত দেশ নেয়। অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব কৃষি ক্ষেত্র তৃতীয় বিশ্বকে ক্রমাগত শোষণ করে চলেছে তারই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সামির আমিন। তিনি উন্নত বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে যে শোষণ মূলক সম্পর্ক রয়েছে তা কৃষি ক্ষেত্রের দিক থেকে আলোচনা করেছেন।

এই গবেষণা পত্রে সামির আমিন সাম্রাজ্যবাদ কে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন তা আমার গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য। শোষণের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তা সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য। তাই আমার গবেষণার ক্ষেত্রে তার ধারণাটি খুবই সামঞ্জস্য ও গুরুত্বপূর্ণ।

উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা গুলো সন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও তাত্ত্বিক কাঠামোর জন্য আমরা Ferguson উন্নয়ন তত্ত্ব ও Naomi Klein এর নব্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি উত্থানের সমালোচনা মূলক তাত্ত্বিক কাঠামোকেই মূলত ব্যবহার করব, যা আগে উল্লেখিত হয়েছে ।

আর একটু বিশদে বলতে গেলে, পাথরপ্রতিমা ব্লকের কৃষির পরিবর্তনকে আমরা যদি তাত্ত্বিক আকারে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে সব থেকে গ্রহণ যোগ্য মনে হয় কানাডিয়ান সাংবাদিক নোয়ামি ক্লেইনের লেখা 'The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism' বই এর তাত্ত্বিক কাঠামো; এর মাধ্যমেই আইলা পরবর্তী স্থানীয় অঞ্চলের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উত্থানকে সহজে অনুমান করা যায়। বইটির মূল আলোচ্য বিষয় হল, কিভাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দুর্যোগ ও তার ফলে তৈরি হওয়া 'সংকটকের' সুযোগ নিয়ে নব্য উদারনৈতিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । মুলত ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ অরিলেন্সে' ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যারিকেন ক্যাট্রিনা ঝড় ও বন্যার পরবর্তী সময়ে মার্কিন সরকারের পুনর্গঠনের 'ধরণকে' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন (পুঁজিবাদী) মুক্তবাজার অর্থনীতির কাঠামোর মাধ্যমে। এই দুর্যোগকে (মার্কিন) অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডমান "অর্থনৈতিক সংস্কারের সুযোগ" হিসেবে দেখেছেন। তাঁর

মতে “Most New Orleans schools are in ruins,” Friedman observed, “as are the homes of the children who have attended them. The children are now scattered all over the country. This is a tragedy. It is also an opportunity to radically reform the educational system” Friedman’s radical idea was that instead of spending a portion of the billions of dollars in reconstruction money on rebuilding and improving New Orleans' existing public school system, the government should provide families with vouchers, which they could spend at private institutions, many run at a profit, that would be subsidized by the state. It was crucial, Friedman wrote, that this fundamental change not be a stopgap but rather a permanent reform” (ক্লেইন, ২০০৭; পৃঃ ৪,৫)। অর্থাৎ ফ্রেডম্যান মনে করেন যে নিউ অরলিন্সের স্কুলগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সরকারি তত্ত্বাবধানের পরিবর্তে সেগুলো স্থায়ী ভাবে বেসরকারি করা হোক। এবং ছাত্র ছাত্রির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি ‘ভাউচার’ দেওয়া হোক। যা দিয়ে তাঁরা তাদের সন্তানদের পড়াশুনোর খরচ চালাবেন । ফ্রিডম্যানের মতে এই পরিকল্পনাই একমাত্র ‘স্থায়ী সংস্কার’। ফ্রিডম্যানের প্রস্তাব অনুযায়ি জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসন নিউ অরিলেন্সের স্কুল গুলিকে ‘চার্টার্ড’ স্কুলে পরিণত করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে (এই) পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছে। এই ভাবে মাত্র ১৯ মাসের মধ্যে সরকারি স্কুলের সংখ্যা ১২৩ থেকে মাত্র ৪ টিতে নেমে আসে। বাকি (স্কুল) গুলোকে চার্টার্ড স্কুলে পরিণত করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক যে, ক্লেইন ‘The New York Times’এ উল্লিখিত ফ্রেডম্যানের নেতৃত্বাধীন think tank এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাষ্য তুলে ধরেছেন। তাদের মতে “the nation’s preeminent laboratory for the widespread use of charter schools,” while the American Enterprise Institute, a Friedmanite think tank, enthused that “Katrina accomplished in a day . . . what Louisiana school reformers couldn't do after years of trying.” Public school teachers, meanwhile, watching money allocated for the victims of the flood being diverted to erase a public system and

replace it with a private one, were calling Friedman's plan “an educational land grab” (ক্লেইন, ২০০৭; পৃঃ ৫,৬)। ফ্রিডম্যানের মতে রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক ধারণা ও বিনা মুল্যে শিক্ষা প্রদানের অর্থই হল অন্যায্য ভাবে বাজারে হস্তক্ষেপ করা। অর্থাৎ নব্য পুঁজিবাদী ব্যাবস্থাকে পরিচালিত করার জন্য দরকার ছিল একটি ধাক্কা-র (shock)। আর সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ হল ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে নিউ অরলান্সের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যারিকেন ক্যাট্রিনার ধাক্কা। যা বছরের পর বছর লুইসিয়ানের স্কুল গুলোর ওপরে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক বিভিন্ন সংস্কারেরর পরেও বাস্তবাহিত করা যায়নি। যা হ্যারিকেন ক্যাটরিনার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই সুযোগকে এনে দিল। অর্থাৎ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নিউ অরলান্সের সরকারি স্কুলের পরিবর্তে চার্টার্ড স্কুলগুলো দেখালো দুর্যোগকে ব্যবহার করে কি ভাবে নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়; (এটি ছিল) তারই একটি ‘পরীক্ষাগার’। অর্থাৎ এই পরীক্ষাগারের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন অঞ্চলে নতুন নতুন ভাবে বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে নব্য উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করাই হল পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য। যাকে ক্লেইন বলেন, “I call these orchestrated raids on the public sphere in the wake of catastrophic events, combined with the treatment of disasters as exciting market opportunities, “disaster capitalism.” (ibid;) ক্লেইনের মতে ফ্রিডম্যানের বিভিন্ন অনুসারিদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, রাশিয়ান অভিজাত, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয় বিশ্বের কিছু একনায়ক নেতা, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সচিব, পোলিশ অর্থমন্ত্রী, মার্কিন ফেডারেল ব্যাংকের কিছু আধিকারিক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরিচালকরা যারা সযত্নে ফ্রিডম্যান পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেছেন। এইভাবে দুর্যোগের মতো সংকটকের ফলে নাগরিক জীবনে যখন হঠাত করে এক ‘কম্পন বা shock’ তৈরি হয় তখন নিখুঁত কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কিছু অংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেয়। এবং সঙ্কট কালীন কিছু যুক্তিকে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় ‘স্থায়ী সংস্কার’ হিসেবে প্রোথিত করে।

এর নিদর্শন প্রথম দেখা যায়, গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে চিলিতে। যখন একনায়ক জেনারেল আগাস্টো পিনোশেটের উপদেষ্টা হিসেবে ফ্রিডম্যান নিযুক্ত হয়ে পরামর্শ দেন

কিভাবে একটি ধাক্কা বা সংকটকে ব্যবহার করতে হয়। এর পরেই পিনোশেটোর সহিংস অভ্যুত্থানের ফলে একদিকে জনগণ যেমন হতবাক, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তেমনি দেশের মুদ্রাস্ফীতিও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে ফ্রিডম্যানের পরামর্শে পিনাসেটো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কর আদায়, মুক্ত বাণিজ্য, সামাজিক ব্যায় হ্রাস, বেসরকারী পরিষেবা প্রদান শুরু করেন । এই ভাবে একে একে ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড যুদ্ধ, ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়ানানমেন স্কয়ারের গণহত্যা, ১৯৯৩ সালে রাশিয়ায় বরিস ইয়েলৎসিনের সংসদ ভবনে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা, ১৯৯৯ সালে বেলগ্রেডে ন্যাটোর আক্রমণ, ২০০১ সালে নিজ (মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্র) দেশে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পর, ২০০৩ সালে ইরাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ২০০৪ সালে শ্রীলংকায় সুনামির আঘাতের পরের ব্যবস্থা , ক্লেইনের মতে এই প্রত্যেকটি ঘটনার পরে অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন ঘটেছিল। উপরিউল্লিখিত এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে ২০০৯ সালের ঘটে যাওয়া আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে একই ভাবে স্থানীয় অর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে দেখি।

গবেষণার ফাঁক:

উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা ও আইলা পরবর্তী ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে গবেষণা ধর্মী বিশ্লেষণ গুলো হয়েছে, তাতে উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গুলির ফলে কিভাবে কৃষির পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি নতুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবকাঠামো গঠন হয়েছে, এই সম্পর্কিত তাত্ত্বিক গবেষণার ঘাটতি আছে বলে মনে করি। ২০০৪ সালে সুনামির পরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীলংকার উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় জনবসতিকে উৎখাত করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কিছু বৃহৎ কোম্পানিগুলো হোটেল, রেস্ট্রুরেন্ট এই ধরনের বিনোদনের কেন্দ্র (park) গড়ে তোলার চেষ্টা কে Naomi Klein নব্য পুঁজিবাদী উত্থানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে মনে করেন। তথাপি বলা যায় উপকূলীয় অঞ্চল হলেও কৃষি পরিবর্তনের কোনও উল্লেখ আমরা পাইনা। তা ছাড়া আর কোন সাহিত্য, প্রবন্ধ, কিংবা গবেষণা ধর্মী কোনও পুস্তক বা সাহিত্যে দুর্যোগের পরবর্তী উন্নয়ন কল্পের ফলে স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তিত রূরুপ সম্পর্কে আলোচনার

উল্লেখ দেখা যায়নি। যেমন Dayabati Roy এর লেখা ‘Disaster, appropriation, and displacement in the Indian sundorbans’ নামক প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করেছেন দুর্যোগ কি? এবং স্থানীয় অর্থরাজনীতি কিভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রভাব ফেলে। কিংবা একটি দুর্যোগের পরিণতি হিসেবে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই প্রবন্ধটি আমার নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রকর্মের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে দুর্যোগ কী এবং ২০০৯ সালের মে মাসে দক্ষিণ এশিয়ায় ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রেক্ষাপটে পূর্ব-বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতি কীভাবে ঘটনাগুলিকে রূপ দিয়েছিল। তিনি দেখার চেষ্টা করেছেন দুর্যোগের পরে ত্রাণের কোণ নির্দিষ্ট form ছিল কিনা। অর্থাৎ ত্রাণের ফলে কি কোনও নতুন বৈষম্যের সূচনা হোল? একই সাথে, বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার একাধিক রূপ বাস্তবায়িত হয়েছিল দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ প্রদানের ক্ষেত্রে। দুর্যোগের গতিশীলতা সম্পর্কে কিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 'ভালোভাবে পুনর্নির্মাণের' নামে কৌশলগতভাবে দুর্যোগকে ব্যবহার করেছেন তারও আভাস ছিল। এই ভাবে তিনি দেখান কিভাবে এই ঘটনাগুলি দুর্যোগের পরিণতির সাথে যুক্ত। এই প্রবন্ধটি আরও ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের ভাবনা এবং এর বিপরীতে ভূমি ব্যবহারের ধরণ ও সম্পদ আহরণের ধরণগুলিকে গঠন করে। তাছাড়া সোউমেন ঘোষ ও অন্যান্যরা (২০২০) আইলা পরবর্তী গোসাবার কৃষি ব্যবস্থায় কি প্রভাব পড়েছে তার গবেষণা ধর্মী আলোচনা করেছেন। এই ক্ষেত্রে কৃষি জমির লবণ জলের দ্বারা প্লাবিত হওয়ায়, স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থার ওপরে কিরূপ প্রভাব পড়েছে তার পর্যালোচনা করেছে। আন্নু জালাই ও অমিতেশ মুখোপাধ্যায় ২০২০ সালে ‘Of Pandemics and Storms in the Sundarbans’ নামে প্রবন্ধে দুর্যোগের সাথে স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক, এবং সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা, নদীবাঁধের রাজনীতি, অভিবাসন, ভূমি অধিগ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুঁজির উত্থান ও উন্নয়নের রাজনীতি নিয়ে আলোকপাত করেছেন।[১৬] তথাপি কৃষি উৎপাদন, বাজার, এবং উন্নয়নের নির্দিষ্ট ফর্মের চরিত্র ও অবকাঠামোগত পরিবর্তন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গুলোরও প্রয়োজন রয়েছে। এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ আইলা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতি, ও কৃষি ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব পড়েছে তার উল্লেখ করলেও দুর্যোগের ফলে পাথর প্রতিমা তথা সমগ্র সুন্দর বনে কিভাবে পুঁজির উত্থান ঘটছে, এই

১৬

বিষয়ে গবেষণার উল্লেখ কমই হয়েছে বলে মনে করি। এই প্রেক্ষিতে আমার গবেষণার প্রেক্ষাপট একটি মৌলিক অবদান রাখবে বলে মনে করি।

গবেষণা প্রশ্ন:

বর্তমান সন্দর্ভে আমি মোট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্থাপন করে ও তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

১) এই ধরণের দ্বীপময় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঘটনা ছাড়া কি রাষ্ট্রের উপস্থিতি ঘটে না? এই ক্ষেত্রে আমি James Scott এর লেখা বই 'Seeing like A state' এর মাধ্যমে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি আইলা উত্তর সুন্দরবনে ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপস্থিতি ঘটেছে। এবং কিভাবে রাষ্ট্র একটি সরলীকরণের মাধ্যমে সুন্দরবনের নিজস্ব জটিলতা ও তার সমাধানের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট বিশ্বায়িত তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন পরিচালনা করছে।

২) দুর্যোগ কবলিত এই ধরণের একটি অঞ্চলে উন্নয়নের নামে ব্যাপক সরকারি প্রকল্প কি সঠিক নীতি?

৩) আইলা উত্তর পাথরপ্রতিমা ব্লকের উন্নয়নের যে প্রকৃতি আমরা দেখছি তা কি সুন্দরবনের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সঠিক নীতি? নাকি আইলা কে একটি ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করে পুঁজির উত্থান ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য? এই বিষয়ে Ferguson এর উন্নয়নের তত্ত্ব ও Naomi Klein এর দুর্যোগের ফলে কিভাবে পুঁজির উত্থান ঘটে তার তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে বর্তমান প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।[১৭]

---

[১৭] Ferguson, James.1994. The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho' University of Minnesota Press. ও Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Picador.

গবেষণার উদ্দেশ্য:

সুন্দরবনের মধ্যে সব থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে অনুন্নত অঞ্চল হল পাথর প্রতিমা ব্লক। যে কারণে সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উক্ত অঞ্চলটির সম্পর্কে পাঠকের কাছে তুলে ধরার মতো আলোচনা হয়ে উঠতে পারেনি। অঞ্চলটি উপকূলবর্তী ও মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক হওয়ায় আইলা পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়ন কল্পে রাষ্ট্রের ব্যাপক উপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করব, যে রাষ্ট্র এই ধরণের একটি অনুন্নত অঞ্চলকে কিভাবে দেখে বা রাষ্ট্রের উপস্থিতির মূল উদ্দেশ্য কি? এবং আরও বোঝার চেষ্টা করব যে উন্নত দেশের উন্নয়নের মডেল আদপেও কি সুন্দরবনের মতো একটি তৃতীয় বিশ্বের অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

এই প্রেক্ষাপটে আমার গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হল

১) সুন্দরবনের উপকূলীয় মৌজাগুলোতে আইলা উত্তর উন্নয়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

২) প্রচলিত উন্নয়ন তত্ত্বের আলোচনা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা।

৩) উন্নয়নের স্থানীয় ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করে বিকল্প মডেলের অনুধাবন করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

কোন একটি অঞ্চলে সাবেকী সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের চরিত্র গবেষণার জন্য অবশ্যই সেই অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিকগত ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন বলে মনে করি। এই সূত্রে আমি সুন্দরবনের আইলা পরবর্তী উন্নয়নের জরীপে গুণগত (Qualitative) পদ্ধতির ব্যবহার করে একটি নিগুড় ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতে আমার বাড়ি হওয়ায় ক্ষেত্র সমীক্ষার মৌজাগুলির সাথে একটা পূর্ব পরিচিতি রয়েছে। অধ্যয়ন ও কর্মজীবনের জন্য গ্রাম ছেড়ে

শহরে বসবাস করলেও নাগরিক হিসেবে এখনো আমি এই গ্রামেরই বাসিন্দা। এই সুবাদে ব্লকের কিছু নিচুস্তরের আমলা ও রাজনীতিবিদের সাথে যোগাযোগ থাকায় তথ্য সংগ্রহ করতে কিছুটা সহযোগিতা পেয়েছি। প্রথমে ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জেনে নেব। পাথরপ্রাতিমা ব্লকে মোট ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২টি মৌজার মধ্যে প্রায় ৭৩ টি মৌজায় ২০০৯ সালে আইলার কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমার ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় যেসমস্ত মৌজা আইলার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সমস্ত মৌজায় কৃষি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক রাজনীতির ওপর দুর্যোগের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এই এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। আদ্র জলবায়ু ও লবণাক্ত মৃত্তিকা হওয়ায় কৃষি উৎপাদন রাজ্যের অন্যান্য (এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কেবল পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতীত বাকি সমস্ত সমতলভূমি অঞ্চলের কৃষির সাথে তুলনা বুঝিয়েছি) জেলার থেকে অনেকটা কম। গাঙ্গেয় নিম্নভূমি হিসেবে পরিচিত সুন্দরবন দীর্ঘদিন ধরে পলি জমা এঁটেল ও লবণাক্ত মাটি দ্বারা গঠিত ভূভাগ। ফলত সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি বলতে বর্ষার জলের দ্বারা সেচিত আমন (জুন-জুলাই থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত) ধানের চাষই বোঝায়। যেহেতু সুন্দরবনের সমগ্র ভূ-ভাগ লবণাক্ত তাই বোরো ও আউশ ধানের চাষ হয়না বললেই চলে।

এইরূপ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার বোঝার বিষয়টি হল পাথরপ্রতিমায় দুর্যোগের ফলে নানা প্রকার কাঠামোর (বিশেষত রাজনীতি-অর্থনীতি) যে পরিবর্তনগুলো ঘটলো, তার সাথে দুর্যোগ পরবর্তী রাষ্ট্রীয় নতুন নিয়ম নীতির সম্পর্ক ঠিক কোথায়? প্রাকৃতিক দুর্যোগ আইলার আগে ও পরে রাষ্ট্রের সাথে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক কেমন ছিল? অর্থাৎ দুর্যোগ যদি না ঘটত তাহলে কি রাষ্ট্রীয় আদলে এই পরিবর্তনগুলো ঘটত না? এই রূপ নানা প্রকার প্রশ্নকে সামনে রেখে আমি আমার গবেষণার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। গবেষণার প্রারম্ভে অবশ্যই পাথরপ্রতিমার ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক অবস্থানের সংক্ষিপ্তকারে ব্যাখ্যা করে নেওয়া প্রয়োজন।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে পাথরপ্রতিমা ব্লকটি ৪৮৪.৪৭ বর্গকিলোমিটার (নামখানা ৩৭০.৬১, সাগর ২৮২.১১)। মূল ভূমিসহ মোট ১২টি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে একেবারেই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থান করছে বর্তমান ব্লকটি। মূল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ১২টি দ্বীপে মানুষের বসতি রয়েছে যথেষ্ট। যার উত্তরে মথুরাপুর ১ ও ২,

উত্তর-পূবে রায়দিঘি ব্লক, পূর্বে ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে নামখানা, কাকদ্বীপ ও সাগর ব্লক অবস্থান করছে। প্রশাসনিক দিক থেকে পাথরপ্রতিমা ব্লকটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। কাকদ্বীপ মহকুমার অধীনে, পাথরপ্রতিমা, ঢোলাহাট ও গোবর্ধনপুর কোস্টাল পুলিশ থানা নিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকটি অবস্থান করছে। ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৮৭টি গ্রাম সংসদ (গ্রাম পরিষদ), ৯২টি মৌজা ও ৮৭টি (বসতি) গ্রাম নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পাথরপ্রতিমা ব্লকের মোট জনসংখ্যা হল ৩৩১,৮২১ (নামখানা ১৮২,৮৩০, সাগর, ২১২,০৩৭ মোট জনসংখ্যা)। তার মধ্যে পুরুষ ১৬৯,৪২২ (৫১%) ও মহিলা ১৬২,৪০১ (৪৯%)। জনজাতির হিসেবে তপসিলি জাতি ৭৬,১৬৩ (২২.৯৫%) ও তপসিলি উপজাতির ২৬৪০ (০.৮০) মানুষ এই ব্লকে বসবাস করেন।

আমার গবেষণার সুবিধার্থে পাথরপ্রতিমা ব্লকে আইলা ঝড়ে সম্পূর্ণ ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত এমন ৪টি মৌজার মোট ৩০০ জন উত্তর দাতাদের ছোট, মাঝারি ও বড় কৃষক পরিবারে ভাগ করে ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি। এই ব্লকটির প্রায় ৭০% অঞ্চল বিছিন্ন দ্বীপ নিয়ে গঠিত। তাই আমার গবেষণায় সুবিধার জন্য মূল ভূখণ্ড ও বিছিন্ন দ্বীপ থেকে দুটি করে মৌজা নির্ধারণ করেছি। এই মৌজাগুলি হল (বিছিন্ন দ্বীপে) জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণদাসপুর ও ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দপুর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত মৌজা। মূল ভূমির আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত মৌজাগুলি হল, দিগম্বরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের পার্বতীপুর ও হেরম্বগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেরম্বগোপালপুর। সরকারি তথ্য হিসেবে ‘ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক’ও ‘ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস’থেকে কৃষি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করেছি। এই ক্ষেত্রসমীক্ষাটি করেছি ২০১৯ সালের মে-জুন থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আমন ধানের চাষ পর্যন্ত, তবে একটানা নয়, থেমে থেমে। কারণ এখানে বলে রাখা ভালো, আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়কালে প্রায় বেশিরভাগ সময় অতিমারি কোভিড-১৯ থাকার কারণে সরকারি অফিস ও দূরদূরান্তের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। যে কারণে এই সময়ে আমি স্থানীয় অঞ্চলের ছোট, বড় ও মাঝারি বিভিন্ন বয়সের কৃষকের সাথে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে কথোপকথন ও আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। কখন কখন সেই আলোচনা আরও সমৃদ্ধি পেয়েছে কৃষক পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা (কৃষক) ও গৃহিণীদের সাথে

আলাপচারিতায়। কারণ তা না হলে কৃষকের ও কৃষি ব্যবস্থায় ‘সমাজ তত্ত্বের’ দিকটির ঘাটতি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ কৃষি ব্যবস্থায় বা আরও ভালো করে বললে বলতে হয় কৃষির “উৎপাদন ব্যবস্থায়” কৃষক পরিবারের এই মানুষগুলো হল এক প্রকার ‘উৎপাদন সম্পর্কের’ বিশেষ উপাদানও। আবার কখনও কখনও স্থানীয় বাজার বা হাটে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি শস্য কিভাবে পণ্যে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজার থেকে অ-প্রাপ্ত তথ্য সম্পূর্ণ করেছি স্থানীয় বা পাশের ব্লকের বৃহৎ বাজারে। সেখানে কথা বলেছি বড় সবজি আড়তের মালিক থেকে ধানের কারবারির সঙ্গে, কখনও বা পৌঁছে গেছি ধান মিলের শ্রমিক ও মালিকের কাছে। কখন পৌঁছে গেছি সবজির নৌকো-গাড়ি-ট্রেনে করে নামখানা থেকে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে ‘কোলে মার্কেটে’।

এই কোলে মার্কেটে কানপাতলে শোনা/বোঝা যায় উৎপাদন ব্যবস্থা বা উৎপাদন সম্পর্কের একেবারে বাইরে অবস্থানকারী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রয়েছে যারা ছোট ছোট হাট বা বৃহৎ বাজার শুধু নয় ব্লক, জেলা ছাড়িয়ে এদের কায়েমি সত্তা চলে রাজ্যের বাইরে ভিন্ রাজ্যেও। এই শ্রেণীর হাতেই রয়েছে কৃষি পণ্য ও বাজারদরের সমগ্র লাটাই। এই শ্রেণীর মুনাফার এতটাই বহর যে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের শত যোজন দূরে থেকেও কৃষি ‘ব্যবস্থা’ এদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি সরকারি অফিসে নানান প্রয়োজনীয় নথি নেই। শতাংশের হিসেবে ধরলে ৩০ ভাগও উক্ত অফিসগুলো থেকে সরকারি নথি পাওয়া যায়নি। এইসব প্রয়োজনীয় নথির অভাবের কারণ হিসেবে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ক্রমশ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নানান (জনমোহিনী) কৃষি প্রকল্প ও বিভাগীয় কর্মচারীর অভাবে তারা সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করতে পারেননি।

আমার গবেষণার সুবিধার্থে ক্ষেত্রসমীক্ষার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরলে বিষয়টি বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করি। মোট ১২০টি পরিবারে ৩০০ জনের বেশি কৃষকের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি। এই ৩০০ জনের মধ্যে ১৬ জন মহিলা কৃষক। এই মহিলা কৃষকের মধ্যে বেশিরভাগ হয় তাঁদের স্বামী বাড়ির বাইরে জীবিকার স্বার্থে রয়েছেন কিংবা কেউ অসুস্থ বা কেউ মৃত। বাকি ২৮৪ জন কৃষকের মধ্যে সিকি ভাগ রয়েছেন দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষক। বাকিরা প্রথম প্রজন্মের ও তৃতীয় প্রজন্মের কৃষক।

উক্ত ৪টি মৌজায় ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল আমি দুটি ভাগে ভাগ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। এই দুটি ভাগ হল প্রথমত, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষক এবং দ্বিতীয়ত, মহিলা ও তৃতীয় প্রজন্মের কৃষক। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষকরা এক প্রকার বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ করেন। অর্থাৎ কৃষিতে উৎসাহ কম বললেই চলে। তাদের পারিবারিক যে জমি আছে তাতে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাওয়ার যোগান ও কোন কোন বছর চাষ ভালো হলে উপরি অর্থের যোগান এবং সরকারি (কৃষি) প্রকল্পের সহযোগিতায় কোন প্রকার অভাব অনটনে জীবিকা অতিবাহিত করেন। তুলনামূলক ভাবে মহিলা ও কমবয়সী তৃতীয় প্রজন্মের কৃষকের মধ্যে কিছুটা হলেও কৃষি নিয়ে নতুন নতুন উৎসাহ রয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ, নতুন শস্য, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ফসল চাষ, প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি বাজারের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন রাস্তা দেখানোর ইচ্ছা এদের মধ্যে রয়েছে। এদের মধ্যে ধান চাষের তুলনায় নতুন সবজি ও ফলের উৎপাদনের প্রতি বেশি ঝোঁক রয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তা হল, তৃতীয় প্রজন্মের নতুন কৃষকদের মধ্যে এই উৎসাহ আশাব্যঞ্জক হলেও তা সীমিত রয়েছে মূলত মূল ভূমির দুটি মৌজার মধ্যে। বিছিন্ন দ্বীপের মৌজাগুলোর ক্ষেত্রে চিত্রটা একেবারেই হতাশার। উক্ত দুটি মৌজাতে (কৃষ্ণ দাসপুর ও গোবিন্দপুর) একজনও তৃতীয় বা নতুন প্রজন্মের কৃষক পেলাম না যারা উৎসাহ নিয়ে চাষ করছে। এই চিত্র সুন্দরবনের সমগ্র (বিছিন্ন) দ্বীপাঞ্চলে দেখা যায়।

এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছি আলিপুর মহকুমা অফিস থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত নানান সরকারি দপ্তর থেকে। কখনো কখনো প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করতে যেমন ঘুরেছি এক অফিস থেকে অন্য অফিস, তেমনি আবার কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি বন্ধুভাবাপন্ন সরকারি আমলা, কেরানি ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকেও। তাছাড়াও আইলা পরবর্তী উন্নয়ন ও কৃষির রূপান্তরের প্রকৃতিকে বোঝার জন্য স্থানীয় অঞ্চলে ২০১৯ সালের মে-জুন থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট গঠনমূলক ক্ষেত্রেসমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করলেও, বিভিন্ন সময়ে অসংগঠিত ভাবেও নানান তথ্য সংগ্রহ করেছি, ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত আলাপ আলোচনায়, প্রশ্নপত্র ও ব্যাক্তিগত উপস্থিতির সময়ে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আবার গবেষণা ধর্মী অধ্যয়ন,

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, আইনি নথী, সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করেছি।

অধ্যায় বিন্যাস:

সন্দর্ভটি প্রেক্ষাপট, ভূমিকা ও উপসংহার বাদে মূল তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রেক্ষাপটে আমরা আলোকপাত করেছি ঠিক কোন রাজনৈতিক পরিবেশে সুন্দরবন বর্তমান উন্নয়নের একটি মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূমিকাতে আমরা আলোচনা করেছি সুন্দরবনের পরিচিতি সম্পর্কে। যেখানে পাথরপ্রতিমার প্রশাসনিক গঠন ও স্থানীয় মানুষের বসতি গড়ে তোলার ইতিহাস তুলে ধরেছি।

প্রথম অধ্যায়ে, এর শিরনাম **'কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি'**। এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি, কিভাবে জঙ্গল কেটে, নদীবাঁধ তৈরি করে কৃষি কাজ গড়ে উঠেছে। এবং দীর্ঘ দিনের সেই প্রথাগত কৃষি সংস্কৃতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা কিভাবে আইলা দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়ে একটি আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এর শিরোনাম **'আইলা উত্তর ভূমি রাজনীতি'**। এই অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি, কিভাবে বসতি গড়ে ওঠার সময় থেকে জমির ব্যবহার, জমির আদানপ্রদান ও রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধিকারের বিষয় গুলো আইলা পরবর্তী স্থানীয় উন্নয়ন প্রশ্নে পরিবর্তন হয়ে সম্পদের ধারণায় বদল আনছে, এবং রাষ্ট্রের সাথে জমি কেন্দ্রিক আইন কানুন সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তন ঘটছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, এর শিরোনাম **'দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান'**। এই অধ্যায়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করছি আইলা পরবর্তী সময়ে পাথরপ্রতিমার উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে কিভাবে পুঁজির উত্থান ঘটছে। এই পুঁজির উত্থানের ক্ষেত্রে আমরা উন্নয়নের দুটি তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করেছি। একটি হল Ferguson এর 'উন্নয়নের তত্ত্ব' ও অপরটি হল Naomi Klein এর 'দুর্যোগ ও পুঁজির উত্থান' তাত্ত্বিক যুক্তিগুলো।

তথ্যপঞ্জী

Abel, Martin E. "Agriculture in India in the 1970s." Economic and Political Weekly, vol. 5, no. 13, 28 Mar. 1970, pp. A5, A7–A9, A11–A14.

Aditya, Mukherjee, and Mridula Mukherjee. "Imperialism and Growth of Indian Capitalism in Twentieth Century." Economic and Political Weekly, vol. 23, no. 11, 12 Mar. 1988, pp. 531–546.

Agarwal, Bina. "Rethinking Agricultural Production Collectivities." Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 9, 27 Feb.–5 Mar. 2010, pp. 64–78.

Bhalla, G. S. "Peasant Movement and Agrarian Change in India." Social Scientist, vol. 11, no. 8, Aug. 1983, pp. 39–57.

Bhattacharyya, Dwaipayan. "Of Control and Factions: The Changing 'Party-Society' in Rural West Bengal." Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 9, 28 Feb.–6 Mar.

Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Allen Lane / Penguin Books, 2007.

Lahiri-Dutt, Kuntala, and Gopa Samanta. Dancing with the River: People and Life on the Chars of South Asia. Yale University Press, 2013.

Li, Tania Murray. Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Duke University Press, 2014.

Mukhopadhyay, Amites. "In Aila-Struck Sundarbans." Economic and Political Weekly, vol. 46, no. 40, 1–7 Oct. 2011, pp. 21–24.

NABARD Consultancy Services (NABCONS). State Agriculture Plan for West Bengal.

National Statistical Office (NSO). Crop Estimation Survey on Principal Crops: Consolidated Results 2016–17. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India, 2018

Nayyar, Deepak, and Abhijit Sen. "International Trade and the Agricultural Sector in India." Economic and Political Weekly, vol. 29, no. 20, 14 May 1994, pp. 1187–1203. JSTOR.

South 24 Parganas Human Development Report 2009. Development and Planning Department, Government of West Bengal, 2009.

Statistical Abstract, West Bengal: 1997–1998. Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal, 1999.

Sundarban Affairs Department, Government of West Bengal. “Sundarban Affair Data.” n.d.

Swaminathan, M. S. “Science and Shaping Our Agricultural Future.” Twenty K.R. Narayanan Orations: Essays by Eminent Persons on the Rapidly Transforming Indian Economy, edited by Carter, Michael R. “Resource Allocation and Use Under Collective Rights and Labour Management in Peruvian Coastal Agriculture.” The Economic Journal, vol. 94, no. 376, Dec. 1984, pp. 826–846. Oxford University Press.

Tharamangalam, Joseph. Agrarian Class Conflict: The Political Mobilization of Agricultural Labourers in Kuttanad, South India. University of British Columbia Press, 1981.

Upadhya, Carol Boyack. "The Farmer-Capitalists of Coastal Andhra Pradesh." Economic and Political Weekly, vol. 23, no. 27, July 1988, pp. 1376–1382.

Vyas, V. S. “Our Agrarian Future: A Medium-Term Perspective on Asian Agriculture.” Economic and Political Weekly, vol. 37, no. 50, 14–20 Dec. 2002, pp. 5017–5021, 5023–5032.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, 2011.

World Bank. The Influence of Power in Village Institution. South Asia Water Initiative, Jan. 2020.

চন্দ্র, বিপন, মৃদুলা মুখার্জি, ও আদিত্য মুখার্জি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০। অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী, আনন্দ, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০০৬, পঞ্চম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৭।

তানিগুচি, শিনকিচি, মাসাহিকো তোগাওয়া, ও তেৎসুইয়া নাকাতানি। গ্রামবাংলা: ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি।

বর্ধন, প্রণব। বাংলার জমি ও বাংলার কৃষক। ভূমিকা ও কথোপকথন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ। ২০১৬।

ভট্টাচার্য, স্বাতী, ও অশোক সরকার। ফসলের রাজনীতি: বাংলার চাষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০২১।

রায়, অরবিন্দ, অনুবাদক। অমর্ত্য সেন: উন্নয়ন, উন্নয়ন স্ব-ক্ষমতা। প্রথম আনন্দ, জুন ২০০৪।

শূর, চিরঞ্জীব, সংকলক। মিশেল ফুকো। আলোচনা চক্র, প্রথম সংস্করণ অগাস্ট ১৯৯৮, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭।

সান্যাল, কল্যাণ। সাত সতেরো: প্রবন্ধ সংকলন। অনুষ্টুপ।

হোসেন, পারভেজ। মিশেল ফুকো: পাঠ ও বিবেচনা। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

“অপারেশন বর্গা যে ক্ষতি করেছে।” আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুন ২০১৪, https://www.anandabazar.com/editorial/%E0%A6%85%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%97-%E0%A6%AF-%E0%A6%95-%E0%A6%B7%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%9B-1.45451.

Basu, J. "Aila Prompts Exodus." Down to Earth, 15 July 2009, https://www.downtoearth.org.in/environment/aila-prompts-exodus-3572.

Express News Service. "Central Task Force to Assess Aila Damage." The Indian Express, 16 June 2009.

Jalais, Annu, and Amites Mukhopadhyay. "Of Pandemics and Storms in the Sundarbans." American Ethnologist,

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Dated Dated